

দিগন্তকে খোলা চিঠি

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

Sorry দিগন্ত। ধর্মনিরপেক্ষ, গনতান্ত্রিক, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে, আপনাদের কোন নাগরিক অধিকার নেই। যে দিন থেকে আমাদের সংবিধানে 'বিস্মিল্লাহ' সংযোজন করা হলো, সে দিন হতে, সোনার বাংলায় অমুসলিমদের বাঁচার অধিকার ফুরিয়ে গেছে। একটা জানোয়ার বিস্মিল্লাহ বলে শুরু করেছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা, আরেকটা পশু, যার চরিত্রে নারী-কেলেংকারী ব্যতিত আর কিছুই নেই, ষোল-কলা পূর্ণ করলো ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে। সংবিধানে 'বিস্মিল্লাহ' সংযোজন, ধর্মনিরপেক্ষ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা, আপনাদের নাগরিক অধিকার হনন করা, আর আপনাদেরকে সমূলে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার পথ সুগম করার লক্ষ্যে, সুপরিবারে হত্যা করা হয় বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালে। দুইজন মহামানবকে আমরা পেয়েছিলাম, একজন মওলানা ভাসানী, আরেকজন বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিব। মনের কল্লনায় আজ কেন জানি বারবার যেন শুনতে পাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের উঁচু পাহাড় চুড়ায় তাঁদের বঙ্গ-কন্ঠের প্রতিধ্বনি। ভড়ুয়া সাহেব। আপনাদের জন্য আমাদের কিছুই করার নেই। মসজিদে, মাদ্রাসায়, স্কুলে, কলেজে, খোলা ময়দানে, এমনকি সংসদে ও অহরহ অবমানিত, লাঞ্চিত, পদদলিত হচ্ছে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বারোকোটি মানুষের আমানত জাতীয় সঙ্গীত। মুক্তি-যোদ্ধারা পরেছে রাজাকারের পোশাক, রাজাকারকে দেয়া হয়েছে জনগনকে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব। শুধু এ সপ্তাহের ১০ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর ২০০৩ পত্রিকার খবর অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, পাবনায় যত গুলো চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে তা দেখে বিবেক সম্পন্ন কোন ব্যক্তির বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে গোটা দেশটাই একটা মগের মুল্লুকে পরিনত হয়ে গেছে। দানবাকৃতির এক বিরাট রাক্ষুসে অজগরের গ্রাসের মুখে অসহায় ঠাই দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি মানুষ। এখানে আপনি যেমন, আমি ও তেমন।। আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক ও আছেন যারা, সূঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতী চলে যাওয়া বিশ্বাস করতে পারবেন কিন্তু কোন মুসলমান নামধারী ব্যক্তি অমানবিক অপরাধ করতে পারে তা বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই তাদের সাফ বক্তব্য হবে, পাহাড়ীদের সমস্যা Social Crises নয় বরং এটা Political Crises অথবা তারা বলবেন, 'শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসী জন্তরা ই পাহাড় থেকে নেমে এসে দিগন্ত নাম ধারণ করে।' এক ই পরিবারের ১১জন সদস্যকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সংবাদে আজ বিশ্ব-বিবেক হতভম্ব। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সারা বাংলাদেশে। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ৩দিনের কর্মসূচী গ্রহন করেছে। স্থানীয় এলাকার বেশ কয়েকটি সংগঠন সোচ্চার হয়েছে তাদের সাধিকার আদায়ে। এই মুহূর্তে আপনার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ, চোখে দেখা, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলি, দাবীসমূহ আপনার লেখায় বিশ্বের সামনে তোলে ধরুন, কিন্তু ঐ 'জোসওয়ালা মেছেলমান' ব্যঙ্গাত্মক শব্দাবলী দয়াকরে পরিহার করুন। জানি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় বিধাতাকে ও গালি দেয়, যদি ও তাতে তার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ হয়না। আত্মরক্ষার জন্য, সাধিকার আদায়ের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলতায় অনেক সময় সমস্যার সমাধান হয়না বরং জটিলতা সৃষ্টি করে। এটা আপনার দেশ। আপনার নাগরিক অধিকার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা নিয়ে এদেশে ই থাকতে হবে। নতুবা আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরব মুক্তিযোদ্ধের ইতিহাস কলংকিত হয়ে যাবে।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড ২০০৩

